চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৮.০২.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কোলোরেক্টাল ক্যানসার প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা: মেয়র ডা. শাহাদাত

কোলোরেক্টাল ক্যানসার প্রতিরোধে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, সচেতনতা ও নিয়মিত স্ক্রিনিংই পারে এই নীরব ঘাতক রোগ থেকে নগরবাসীকে সুরক্ষা দিতে। আগামীকাল ১ মার্চ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মাসব্যাপী পালিত হবে কোলোরেক্টাল ক্যানসার সচেতনতা মাস। চট্টগ্রাম মহানগরে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কর্মসূচি যথাযথভাবে পালনের জন্য আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় সিএসসিআর হাসপাতাল-এর সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিএসসিআর এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্জিক্যাল একাডেমি (পিজিএস একাডেমিয়া)-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সিএসসিআর-এর চেয়ারম্যান ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে চসিকের পক্ষে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, সিএসসিআর-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোর্শেদুল করিম চৌধুরী এবং পিজিএস একাডেমিয়ার পক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. খন্দকার এ কে আজাদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। মেয়র তাঁর বক্তব্যে বলেন, “কোলোরেক্টাল ক্যানসার শুরুতে তেমন লক্ষণ প্রকাশ না করায় অনেক ক্ষেত্রে রোগটি দেরিতে শনাক্ত হয়। ফলে চিকিৎসা জটিল হয়ে পড়ে। তাই চল্লিশোর্ধ নাগরিকদের নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি।” তিনি নগরবাসীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ, ধূমপান পরিহার এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, “চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি। নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে টাইফয়েড টিকা, জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধী টিকা প্রদান এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।” সিএসসিআর-এর জনবান্ধব উদ্যোগ—বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যানসার সচেতনতা মাস ও কোলোরেক্টাল ক্যানসার সচেতনতা মাস উদযাপনের প্রশংসা করে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে চিকিৎসকরা জানান, কোলোনোস্কপি ও অকাল্ট ব্লাড পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল চিকিৎসা সম্ভব হয়। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর শেষে মেয়র মাসব্যাপী পরিচালিত কোলোরেক্টাল ক্যানসার স্ক্রিনিং কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্যোক্তারা জানান, সমঝোতা স্মারকের আওতায় সিএসসিআর-এর তৃতীয় তলায় মার্চ মাসব্যাপী প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ৪০ বছরোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ক্যানসার শনাক্ত রোগীদের টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হবে। স্ক্রিনিং কার্যক্রমের আওতাভুক্ত রোগীদের জন্য ৫০% ছাড়ে কোলোনোস্কপি, সিগময়ডোস্কপি ও অকাল্ট ব্লাড পরীক্ষার সুবিধা থাকবে। এছাড়া মার্চ মাসব্যাপী মেয়রের সুপারিশপ্রাপ্ত অসচ্ছল রোগীদের প্রয়োজনীয় অপারেশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন করা হবে। সিএসসিআর ও পিজিএস একাডেমিয়ার বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসক দল চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও মাসব্যাপী স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। মেয়র নগরবাসীকে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, “একটি সুস্থ নগর গড়তে হলে প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সম্মিলিত উদ্যোগেই কোলোরেক্টাল ক্যানসার প্রতিরোধ সম্ভব।”

জলাবদ্ধতা নিরসনই প্রধান অগ্রাধিকার: দক্ষিণ কাট্টলীতে মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম: নগরীর টেকসই উন্নয়ন ও দীর্ঘদিনের জনদুর্ভোগ লাঘবে জলাবদ্ধতা নিরসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে যার ফলে ইতোমধ্যে নগরীর জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ কাট্টলী এলাকায় ‘ন্যায়ের শপথ সমাজ কল্যাণ পরিষদ’ আয়োজিত সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মহল্লা কমিটির সভাপতি মো. অহিদ উল্লাহ (ময়না)-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় ডা. ফজলুল হাজেরা কলেজ রোড ও প্রাণহরি দাশ রোড এলাকার বিপুলসংখ্যক বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে চলমান জলাবদ্ধতা, ভাঙাচোরা সড়ক ও অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগের বিষয়টি মেয়রের কাছে তুলে ধরেন। স্থানীয়দের বক্তব্য শুনে মেয়র বলেন, নগরবাসীর কষ্ট লাঘব করাই সিটি কর্পোরেশনের প্রধান দায়িত্ব। জলাবদ্ধতা এখন চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় নগর সমস্যা। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর ইতোমধ্যে সবগুলো সংস্থার সহযোগিতায় জলাবদ্ধতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। জলাবদ্ধতা পুরোপুরি নির্মূলে স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। এজন্য স্থানীয় মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি। জলাবদ্ধতার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানে প্রকল্প গ্রহণ করবে চট্টগ্রাম

সিটি কর্পোরেশন। এলাকাবাসী কলেজ রোড ও প্রাণহরি দাশ রোডের যে সব সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন সেগুলো চসিকের প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে দ্রুত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে খন্ডিত উদ্যোগ নয়, সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন প্রয়োজন। খাল খনন, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, ড্রেন পুনর্নির্মাণ ও রেগুলার রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

মেয়র আরও বলেন, উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হবে, যাতে একই এলাকায় বারবার খোঁড়াখুঁড়ি বা কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ইফতারের পূর্ববর্তী আলোচনায় মেয়র রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রমজান আত্মশুদ্ধি, সংযম ও সহমর্মিতার মাস। এই মাস আমাদের ন্যায়, সততা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, উন্নয়ন মানে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ নয়; একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও সহযোগিতাপূর্ণ সমাজ গঠনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সংগঠনগুলো যদি জনসচেতনতা ও মানবকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, তবে নগর উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে।

অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। আলোচনা শেষে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আলেম-ওলামা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, এলাকাবাসীর কল্যাণে তাদের জনসেবামূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে নান্দনিক রূপে সাজবে জামালখান
সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরীর প্রাণকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম এলাকা জামালখানকে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন রূপে গড়ে তুলতে ‘সৌন্দর্য বর্ধন’ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জামালখান মোড়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, “জামালখান চট্টগ্রামের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অনন্য মিলনস্থল। আমাদের লক্ষ্য হলো এই এলাকার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক নাগরিক সুবিধার সমন্বয় ঘটানো। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জামালখান শুধু চট্টগ্রামের নয়, সারা দেশের একটি মডেল ও নান্দনিক এলাকায় পরিণত হবে।”

চসিক সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের আওতায় জামালখান এলাকার ফুটপাত প্রশস্ত ও পথচারীবান্ধব করা হবে। সড়কের দুই পাশে পরিকল্পিতভাবে শোভাবর্ধক বৃক্ষরোপণ, আধুনিক ‘স্মার্ট পোল’ স্থাপন ও দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি চট্টগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতিচিত্র তুলে ধরতে ম্যুরাল ও টেরাকোটা শিল্পকর্ম স্থাপন করা হবে, যা এলাকাটিকে একটি শৈল্পিক আবহ দেবে। মেয়র নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “শহরকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব শুধু সিটি কর্পোরেশনের নয়, নাগরিকদেরও। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা এবং স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে সচেতন থাকলেই এই সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী হবে।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব-এর সভাপতি জাহিদুল করিম কচি, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. গোলাম কাদের চৌধুরী নোবেল, সিনিয়র সাংবাদিক গোলাম মওলা মুরাদ, চসিকের বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল হাসান জয়, সমাজসেবক শাহেদ বক্স, তৌহিদুল ইসলাম নিশাদ, মো. দিদার, ফারুক ও আহমেদসহ সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮